০৬-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি বাপদাদা মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা, বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করো, মুখে কোনো কিছু বলার প্রয়োজন নেই । এই নরক থেকে শুধু তোমাদের মন সরিয়ে নাও । তোমরা এভার নীরোগ হবে ।"

প্রশ্নঃ- বাবা এসে ডিরেক্ট তোমাদের অর্থাৎ তাঁর বাচ্চাদের প্রারব্ধ বানাতে কি নির্দেশ দেন ?

উত্তরঃ- বাচ্চারা, এখন তোমাদের সব কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে । কিছুই কাজে আসবেনা, এইজন্য সুদামার মতো তোমাদের ভবিষ্যতের প্রারব্ধ বানিয়ে নাও । বাবা ডিরেক্ট যখন এসেছেন, তখন তোমার নিজের সবকিছু সফল করে নাও । হসপিটাল কাম কলেজ খোলো যাতে অনেকের কল্যাণ হয় । সবাইকে পথ দেখাও । শ্রীমতে সদা চলতে থাকো ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা বেহদের বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন । যারা জ্ঞানহীন তাদেরই বোঝানো যায় । তোমরা জানো যে প্রকৃতপক্ষে সবাই পতিত এবং তারা পতিতপাবন বাবাকে স্মরণ করে । পতিত মানুষকে অবশ্যই জ্ঞানহীন বলা হবে । সবাই ডাকে -পতিতপাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র করো । ভারতবাসী জানে, সত্যযুগে ভারত পবিত্র ছিল । পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিল । এই সময় যা পতিত গৃহস্থ অধর্ম । যারা পবিত্র তাদের ধর্মাত্মা বলা হবে । এই ভারতে পাঁচ হাজার বছর আগে যখন লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল তখন একে পবিত্র রাজ্য বলা হতো । নরনারী উভয়েই পবিত্র ছিল । বাবা এখানে বসে বোঝান অর্ধেক কল্প ভক্তি মার্গ চলেছে । জপ-তপ ইত্যাদি করা, বেদ অধ্যয়ন, এই সবই ভক্তিমার্গের, এর থেকে কেউ আমাকে প্রাপ্ত করতে পারবেনা । তারা আমাকে অর্থাৎ তাদের বাবাকে চেনেনা । তারা সবাই তাদের টাইম এবং এনার্জি নষ্ট করছে । দ্বাপর যুগ থেকে ভক্তিমার্গের শুরু । দেবতারা পুনরায় বামমার্গে চলে যায় । লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা খরচ করে তারা দেবতাদের মন্দির বানায় । সোমনাথ মন্দির কত হীরে জহর দিয়ে সাজানো ছিল ! সেই সময়ের হিসেব অনুসারে তাদের হয়তো কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়নি, কারন সেই সময় হীরে জহর প্রভৃতি রত্নের মূল্য প্রায় কিছুই ছিলনা । এই সময় যদি ওই মন্দির হতো তো বহু কোটি মূল্যের সম্পত্তি লাগতো । বাবা এখন বোঝান, মিষ্টি বাচ্চারা, বেদ এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হলো ভক্তি ; এটাকে কখনো জ্ঞান বলা যাবেনা । সত্যযুগে তারা তীর্থ ইত্যাদি মানেনা । গঙ্গা যমুনা নদী তো সত্যযুগেও ছিল আর এখনও আছে । সত্যযুগে তীর্থ করার জন্য কোনো নদী ছিলনা । বাবাই তো জ্ঞান সাগর । তিনি এখানে বসে তোমাদের জ্ঞান দেন । অর্ধেক কল্প এই ভক্তি চলতে থাকে । প্রথমে অব্যাভিচারী ভক্তি ছিল । সেই সময় তারা একমাত্র শিবেরই পূজা করতো । তারপর দেবতাদের, এখন ভক্তি ব্যভিচারী হয়ে গেছে । ভক্তিতে তারা ক্রমাগত শাস্ত্র পড়তে পড়তে ভক্ত হয়ে গেছে । সব সজনীরা, এক আমি-সাজনকে স্মরণ করে । ভক্তের রক্ষক ভগবান । সুতরাং ভক্তিতে অবশ্যই কষ্ট হয়, তাইতো তারা ডাকে, এসো ! আমাদের লিবারেট করো । দুঃখ থেকে মুক্ত করো । আমাদের গাইড হয়ে আমাদের মুক্তিধামে নিয়ে চলো । তারা জানেনা ভগবান কে ! তারা শিব-শঙ্করের মন্দিরে যায়, তারা শিব এবং শঙ্করকে এক করেছে, যদিও তাঁরা উভয়েই আলাদা আলাদা । এক তিনি নিরাকার আর উঁনি সূক্ষ্ম শরীরধারী । তিনি মূল বতনবাসী আর ইঁনি সূক্ষ্ম বতনবাসী । বাবা বোঝান, মন্দিরে তারা ষাঁড়কে দেখায়, তারা বিশ্বাস করে শিব-শঙ্কর ষাঁড়ের পিঠে চড়তেন । তারা এটাও বলে শিব সর্বব্যাপী, এইরকম বলবে না শিব-শঙ্কর সর্বব্যাপী । এক পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকারকেই তারা সর্বব্যাপী বলে । বাবা এখন বুঝিয়ে দেন, দেখ, আমি নিরাকার কিভাবে তোমাদের পড়াই ! ষাঁড়ের

ওপর কি সত্যিই কেউ সওয়ার হয় ! ষাঁড়ের ওপর আমাকে সওয়ার কেন দেখিয়েছে ? আমি যখন আসি, আমি তো সাধারণ মানুষের দেহে প্রবেশ করি ! আমি বসে তোমাদের এঁর ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাই । তোমরাও এসে ব্রহ্মার মুখবংশাবলী হয়েছ । এনার নাম ভাগীরথ অর্থাৎ ভাগ্যশালী রথ কারণ প্রথমে ইনি সবকিছু শোনেন । ইনি সৌভাগ্যশালী । সত্যযুগে খুব কমসংখ্যক থাকে । বাকি সব আত্মারা যেখান থেকে এসেছিল সেখানে, তাদের ঘরে ফিরে যায় । এটা কর্মক্ষেত্র । সৃষ্টির চক্র ঘুরতে থাকে । মূলবতন, সূক্ষ্ম বতনে এই সত্য বা ত্রেতাযুগ হয়না । ড্রামার এই চক্র এখানেই ঘোরে । অর্ধেক কল্পে জ্ঞান, সত্যযুগ ত্রেতা, এবং পরের অর্ধেক কল্প ভক্তি, দ্বাপর আর কলিযুগ । সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল । তারপর লক্ষ্মী-নারায়ণ দ্য ফার্স্ট, লক্ষ্মী-নারায়ণ দ্য সেকেন্ড এইভাবে রাজত্ব চলতে থাকে । ত্রেতায় চন্দ্রবংশী রামের ডিনায়স্টি । সত্যযুগে ৮ জন্ম, ত্রেতায় ১২ জন্ম । এই ৮৪ জন্মের কাহিনী বাবাই বোঝান । বাবা তাঁর ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সাথেই মিলিত হন অন্য কারো সাথে নয় । একমাত্র যখন তুমি তাঁর বাচ্চা হও, তিনি তোমাকে পড়ান । বাবা বলেন, আমি তোমাদের বাবা -টিচার -সদগুরু । সদগতি প্রদান করে আমার সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাই । পবিত্র হওয়ার খুব সহজ বিধি আমি তোমাদের বলি । এখানে বসে তোমরা কি করছ ? বাচ্চারা বলে, বাবা আমরা আপনাকে স্মরণ করি । আপনার নির্দেশ, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করো তো এই যোগাগ্নি দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । তারপর তোমরা পবিত্র এবং সতঃপ্রধান হবে । তোমরা এখন তমঃপ্রধান, যোগের দ্বারা তোমাদের খাদ বেরিয়ে যাবে । কষ্টের কোনো প্রশ্নই নেই । এভার নীরোগ হওয়ার জন্য কত সহজ যুক্তি ! দেবতারা কখনো অসুস্থ হননা । এই স্মরনেই তোমরা নীরোগ হবে । তোমাদের পাপ ভস্ম হলে তোমরা পবিত্র হবে । এটা এমনই বড় আয় ! তোমরা ঘোরো ফেরো, কিন্তু শুধু আমাকে স্মরণ করো । সবার আগে এটা প্র্যাকটিস করো । স্মরণের অভ্যাসে ২১ জন্মের জন্য তোমরা নীরোগ হবে । কষ্টের কোনো ব্যাপার নেই । শুধু একমাত্র আমাকে স্মরণ করো । বাবা আত্মাদের বলেন, হে আত্মারা, তোমরা শুনছ ? বাবা মুখে (ব্রহ্মাবাবার মুখ দ্বারা) বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর তোমাদের ঘরকে স্মরণ করো । এই নরক এখন বিনাশের মুখে এবং তোমরা তোমাদের ঘরে ফিরে যাবে । ভোজন বানানোর সময়ও স্মরণের পুরুষার্থ করো । তুমি কর্মযোগী হলেও কমপক্ষে স্মরণের ৮ ঘন্টার স্থিতিতে পৌছাও । পাঁচ মিনিট দশ মিনিট আধঘন্টা এইভাবে তোমার চার্ট বাড়াতে থাকো । লাগাতার খেয়াল রাখো কতক্ষণ তোমরা বাবাকে স্মরণ করেছ, যাঁর থেকে তোমরা স্বর্গের রাজত্ব লাভ করো এবং একুশ জন্মের জন্য সদা নীরোগ হও ! কত সহজ এই বিধি ! চক্রের নলেজ তোমাদের বোঝানো হয়েছে, ব্রাহ্মণ উচ্চশিখা, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র- এই চক্রের স্মরণ করতে হবে । বীজ এবং ঝাড় স্মরণ করো । তোমরা এখন জানো যে এক ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে আর অন্য ধর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । সত্যযুগে এক ধর্ম । এতেই তোমাদের মেহনতের প্রয়োজন । বাবা বলেন, আমি-বীজকে স্মরণ করো আর ঝাড়কে স্মরণ করো ! স্থাপনা, বিনাশ, পালনা; এটা খুব সহজ ! সহজযোগ আর সহজ জ্ঞান । তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে, কিভাবে বীজ থেকে ঝাড় বেরোয় । তোমরা গৃহস্থ সংসারে থাকলেও কিন্তু তোমাদের পবিত্র থাকতে হবে । এটাতো ভালো, তাই না ! বাবা বলেন, ৬৩ জন্ম তোমরা নিজেদের নরকের মধ্যে রোধ করে রেখেছিলে । তোমরা পাপ করেছ, এখন একেবারে পাপ আত্মায় পরিণত হয়েছ । রাবণের মতানুসারে চলে এসেছ । গান্ধীও রামরাজ্য চাইতেন । তাহলে তো এর অর্থ হলো তিনি রাবণরাজ্যে ছিলেন । মানুষের বুদ্ধি এত মলিন হয়ে গেছে যে তারা কোনকিছু বোঝেনা । এই দুনিয়া কবে স্বর্গ ছিল কারও জানা নেই । কেউ জানেনা যে পাঁচ হাজার বছর আগে পর্যন্ত লক্ষ্মী-নারায়ণের অস্তিত্ব ছিল । সত্যযুগের আয়ু লক্ষ লক্ষ বছরের বলে দেয় । অর্ধকল্প জ্ঞান, অর্ধকল্প ভক্তি, তারপর দুনিয়া যখন

পুরানো হয়ে যায় তখন আসে বৈরাগ্য । আর এই বৈরাগ্যই পুরানো দুনিয়া থেকে তোমাদের মন সরিয়ে দেয় । তোমরা এখানে বসে বসে অনেক উপার্জন করছ । বাবা বলেন, তোমরা রাজচক্রবর্তী শাসক । এটা তোমাদের অন্তিম ৮৪ তম জন্ম, বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে । মৃত্যুলোকের বিনাশ আর অমরলোকের স্থাপনা হচ্ছে । অমরনাথ বাবার থেকে আমরা সত্য-নারায়ণ হওয়ার সত্যকথা শুনছি । মাত্র একটা ধর্মীয় কাহিনী আছে, কিন্তু তারা কত শাস্ত্র ইত্যাদি বানিয়েছে । সেসবের জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে, কিন্তু সেগুলো সবই মিথ্যা । বাবা তোমাদের সত্য বলে সত্যখণ্ড স্থাপনা করেন । সবকিছু তোমাদের কত ভালোভাবে বোঝানো হয় । অবলা, গণিকা, অহল্যা অর্থাৎ যারা পাথর বুদ্ধি,বতারাও স্বর্গের মালিক হতে পারে । তোমাদের কাছে এখন কি আছে ? আমেরিকার কাছে কি আছে ? বড় বড় মহল আছে । সেগুলো সব এখন ভেঙে পড়ার মুখে । স্বর্গে অগাধ ধনসম্পদ ছিল । এখানে তো ধনই নেই ! আমেরিকার হোয়াইট হাউজ তারা কি লুঠ করবে ? কিছুই তো নেই ! ওখানে অতি গরীবেরও মহল এখানের থেকে ভালো হবে । সোনা-রুপায় জড়ানো হবে । ওখানে সবকিছু সস্তা হয়, সবার নিজের নিজের জমি থাকে । সুদামার উদাহরণ আছে, ভক্তিমার্গে তোমরা ঈশ্বরের নামে দু'মুঠো দিয়ে থাকো । কেউ পাঁচ -দশ -একশ' টাকাও দান করে, যার রিটার্ণ পরের জন্মে প্রাপ্ত হয়, এইজন্যই মানুষ দান পুণ্য ইত্যাদি করে । কেউ হসপিটাল খুললে পরের জন্মে সুস্বাস্থ্য লাভ হয় । কোনও অসুখবিসুখ হয়না । কেউ যদি কলেজ বানায় তবে পরের জন্মে পড়াশোনা করে তারা দক্ষ হয় ; তারা এক জন্মের ফল পরের জন্মে লাভ করে । পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকার বাবা হলেন দাতা । বাবা বলেন, বাচ্চারা, একটা হসপিটাল কাম কলেজ খোলো, এর থেকে অনেক লোকের কল্যাণ হবে ! ২১ জন্মের জন্য এর ফল লাভ করবে । সেটা ইন্ডাইরেক্ট এক জন্মের জন্য আর এটা হলো ডাইরেক্ট, ২১ জন্মের জন্য তোমরা প্রারব্ধ লাভ করবে, কারণ বাবা এখন ডাইরেক্ট বসে আছেন । তিনি বোঝান, তোমাদের সবকিছু শেষ হয়ে যাবে । মহলাদি সব ধুলায় মিশে যাবে, এইজন্য তোমরা এখন উপার্জন করে নাও, যাতে ভবিষ্যতে তোমাদের কাজে আসে । যেই আসুক তাকে রাস্তা বলে দাও, বাবাকে স্মরণ করো, তোমাদের ওপরে জমে থাকা জং সরে যাবে । পারলৌকিক বাবা অর্থাৎ এই দুনিয়া থেকে যিনি ঊর্ধ্বে । বাবা বলেন, শ্রীমৎ অনুসরণ করে তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারো, পারসবুদ্ধি হতে পারো । তিনি তোমাদের কত যুক্তি বোঝাতে থাকেন । প্রত্যেকের কর্মের হিসাব যার যার নিজের । বাবা এখানে বসে কর্ম অকর্ম বিকর্মের গতি বুঝিয়ে দেন । তোমাদের যদি কোনরকম অসুবিধে বা কষ্ট থাকে তাহলে সার্জনের কাছে এসে শ্রীমৎ নাও । অহল্যা, কুব্জা সকলকে রাস্তা দেখাও । পবিত্রতার কারণেই হাঙ্গামা হয়ে আসছে । বিষ যদি বা না দিলো তো তারা অবলাদের মারতে পিটতে শুরু করে । ঘর থেকে বার করে দেয় । কত হাঙ্গামা করে । বাবা বলেন, এই জ্ঞান যজ্ঞে অসুরদের থেকে অনেকরকম বিঘ্ন আসবে । অবলাদের ওপর অনেক অত্যাচার হবে । অন্য কোনো সৎসঙ্গে কখনো অত্যাচার হয়না । এখানেই বিঘ্ন ! বাবা বলেন, মানুষ কত পতিত হয়ে আছে ! তোমরা এখন পবিত্র হচ্ছ, পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে । বাবার নির্দেশ হলো, এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হয়ে আমাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে । একেই বলা হয় সহজ রাজযোগ আর অন্য কোনও শাস্ত্রে এই যুক্তির কথা বলা নেই । গীতায় বলা হয়, দেহ সম্বন্ধীয় সব ত্যাগ করে এক আমাকে অর্থাৎ তোমাদের নিজের বাবাকে স্মরণ করো । এখানে কৃষ্ণ তো ভগবান নন । ভগবান সব আত্মাদের এক এবং একমাত্র বাবা । তিনি এই শরীর(ব্রাহ্মবাবার) লোন নিয়েছেন , ইনি তাঁর ভাগ্যশালী রথ । তাঁর খুশি হয়, ভগবান তাঁর শরীর কাজে লাগাচ্ছেন । বাবা এই শরীরে এসে সকলের কল্যাণ করেন । যাই হোক, ষাঁড় ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই ! নতুনেরা এইসব বিষয় কি বুঝবে ! আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ -

১) এই অন্তিম জন্মে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে বাবার স্মরণেই থাকতে হবে । এই পতিত দুনিয়া থেকে মন সরিয়ে নাও ।

২) স্ব-দর্শন চক্রধারী হও । হসপিটাল কাম কলেজ খুলে অনেকের কল্যাণ করতে হবে । প্রতি পদক্ষেপে সুপ্রিম সার্জনের থেকে শ্রীমৎ নিতে হবে ।

বরদানঃ- স্ব-দর্শন চক্রের টাইটেলের স্মৃতি দ্বারা পরদর্শন মুক্ত হয়ে মায়াজিৎ ভব

সঙ্গমযুগে স্বয়ং বাবা বাচ্চাদের আলাদা আলাদা টাইটেল দেন । সেই টাইটেলগুলো স্মৃতিতে রাখলে শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে সহজেই স্থিত হয়ে যাবে । শুধু বুদ্ধি দিয়ে বর্ণন কোরো না, কিন্তু সেই সীটে নিজে সেট হয়ে যাও, যেমন টাইটেল সেই অনুসারে তোমার স্থিতি হবে । যদি স্ব-দর্শন চক্রধারীর টাইটেল স্মৃতিতে থাকে তবে তুমি পরদর্শন করবেনা । স্ব-দর্শন চক্রধারী হওয়া অর্থাৎ মায়াজিৎ । মায়া তাদের সামনে আসার সাহসও করে না । স্ব-দর্শন চক্রের সামনে কেউই থাকতে পারেনা ।

স্লোগানঃ - বাণপ্রস্থ স্থিতির অনুভব করো এবং অন্যকে অনুভব করাও, তাহলে শৈশবের খেলা শেষ হয়ে যাবে ।